হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ :-

বঙ্গের অন্যতম সারস্বত সাধক হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ শুধু উনবিংশ শতকেই সীমাবদ্ধ নন। বিংশ শতকের অর্ধেকের ও বেশি সময় তিনি সংস্কৃত ভারতীয় নিরন্তর সাধনায় ব্যাপৃত থেকেছেন। ১৮৭৬ খ্রিঃ পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়ার অন্তর্গত উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাভারতের 'ভারতকৌমুদী' টীকাসহ সম্পূর্ণগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। তাঁর দীর্ঘজীবনে অসংখ্য মৌলিক রচনা ও গ্রন্থ ব্যাখ্যান উপলব্ধ হয়। তাঁর 'রুক্মিণী হরণম্' মহাকাব্য, বিয়োগ বৈভবম ও বিদ্যুদ্বিষাদন খণ্ড-কাব্য বিরাজ ও সরোজিনী নাটিকা, সরলা গদ্যকাব্য, বঙ্গীয় প্রতাপম্, মিবার প্রতাপম ও শিবাজী চরিতম্ নাটক সংস্কৃত নাটককে সমৃদ্ধ করেছে। কাব্য ও নাটক ছাড়া তিনি বহুগ্রন্থের ব্যাখ্যাকর্তা ও টীকাকার। তার সম্পর্কে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব —

উনবিংশ ও বিংশশতকের সন্ধিক্ষণে অবিভক্ত বাংলার যারা কাব্যনাটকাদি রচনা করে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের অনেকের সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যসংগ্রহ করতে না পারায় সংক্ষেপে তাদের কৃতিত্বের দিগদর্শন মাত্র করা হয়েছে। গঙ্গাধর কবিরাজ উনবিংশ শতকে প্রায় শেষভাগ [১৮৮৫ খ্রিঃ] পর্যন্ত। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার উনবিংশ শতকের বিতর্ক অলংকার সন্ধিক্ষণে যাঁরা অতি আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন – পঞ্চানন তর্করত্ন, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, হেমচন্দ্ররায় কবিভূষণ, সিদ্ধেশ্বর শাস্ত্রী, কালিপদ তর্কাচার্য, হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ, চন্দ্রশেখর কাব্য, বাচস্পতি প্রভৃতি।

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী :—

আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনায় যতীন্দ্রবিমল একটি আদর্শ উচ্চারিত নাম। ১৯০৮ খ্রি: যতীন্দ্রবিমলের জন্ম। অবিভক্ত বাংলাদেশে পিতা রসিকচন্দ্র চৌধুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার সত্ত্বেও নিজের অর্থ দিয়ে পুত্রের শিক্ষালাভে সাহায্য করেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে B.A অনার্স উত্তীর্ণ হওয়ার পর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে PHD উপাধির জন্য শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। 'WOMEN IN VEDIC RITUAL' ছিল তার PHD গবেষণার নিবন্ধ। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত দর্শন শাস্ত্রের ছাত্রী রমা চৌধুরীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এরপর তিনি স্বদেশে বিভিন্ন শিক্ষামন্ত্রক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মসম্পাদন করেন এবং অধ্যাপনা করেন। 'প্রাচ্যবাণী' নামক একটি সংস্থা স্থাপন করে গবেষণা পত্র গ্রন্থপ্রকাশনা অনুবাদ প্রভৃতি কার্য করে চৌধুরী দম্পতির যশ: বিস্তৃতি হয়।

যতীন্দ্রবিমল বহুগ্রন্থ রচনা করেন। যার মধ্যে ৩০টি সংস্কৃত নাটক, বিবেকানন্দ চরিতচম্পূ, মাতৃলীলাতত্ত্ব, শক্তিসাধন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। গবেষণাত্মক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

'Contribution of women to sanskrit literature', 'Contribution of muslim to sanskrit literature,' 'Muslim patronage to sanskrit learning,' 'Contribution of bengal to sanskrit literature'. এবং বঙ্গীয় দূতকাব্যের ইতিহাস। এছাড়াও তিনি শেক্সপিয়ারের ওথেলো এবং মার্চেন্ট অফ ভেনিসের অনুবাদ করেন। বাংলায় বঙ্গীয় বৈষ্ণবের সংস্কৃত সাহিত্যদান তার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

যতীন্দ্রবিমলের অনেক নাটক কোলকাতা, মেদিনীপুর, হাওড়া, দিল্লী ও পন্ডিচেরী প্রভৃতি স্থানে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকগুলির মধ্যে মহিমময়ভারত, ভারতহৃদয়ানন্দ, মহাপ্রভু

হরিদাস, ভাস্করোদয়, ভারতবিবেক, নিঃকৃঞ্চন যশোধর, শক্তি-শারদ প্রভৃতি তাঁর রচিত অন্যান্য দৃশ্যকাব্যগুলি হল ভারত রাজেন্দ্র মিলনতীর্থ, দেশবন্ধু দেশপ্রিয়, সুভাষ-সুভাষ, রথকে-শ্রী গৌরাঙ্গ, আনন্দরাধ, প্রীতি বিষ্ণুপ্রিয়, ভক্তি বিষ্ণুপ্রিয়, মুক্তিশারদ অমরমীর, ভারত লক্ষ্মী, বিমল যতীন্দ্র, দীনদাশ, রঘুনাথ ইত্যাদি।

পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হন।

ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত তিন ভাষাতেই তিনি অনেক গুলি গ্রন্থ লিখেছেন। এর মধ্যে ইংরেজী ভাষায় 'Ten Schools of Vedanto' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তার ... ... টি। এগুলি হল — যতীন্দ্রম,

রমা চৌধুরী :-

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পত্নী বিদুষী রমা চৌধুরী ছিলেন আনন্দমোহন ঘোষের দৌহিত্রী। সুধাংশুমোহন ঘোষের কন্যা দর্শনশাস্ত্রে OXFORD বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Dr. উপাধি লাভের পর স্বদেশে ফিরে 'লেডি ব্রাবন কলেজ' এ অধ্যাপনা করেন। পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হন।

ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত তিন ভাষাতেই তিনি অনেক গুলি গ্রন্থ লিখেছেন। এর মধ্যে ইংরেজী ভাষায় 'Ten Schools of Vedanta' তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তার রচিত নাটকের সংখ্যা প্রায় ২০ টি। এগুলি হল – যতীন্দ্রম্, চৈতন্যচৈতন্যম্, পল্লীকমলম্, নিবেদিত নিবেদিতম্', অভেদানন্দ, রামচরিতমানসম্, ভারতপথিকম্, রসোময়রাসমণি, শংকরাশংকরম্, নগরনূপুরম্, অগ্নিবীণানাটকম্, গণদেবতানাটকম্, ভারতাত্মম্, ভারতাচার্য ও প্রসন্নপ্রসাদম্।

রমা চৌধুরীর 'শংকরশংকরম্' নাটক শ্রেষ্ঠ অদ্বৈত বেদান্তি তথা শিবাবতার, শংকরাচার্যের জীবন অবলম্বনে রচিত। অঙ্কের পরিবর্তে দৃশ্যরচনা করলে ও ভারতীয় রীতিতে নান্দীর প্রভৃতি সেখানে রয়েছে। ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই নাটকের প্রশংসা করে লিখেছেন –

"But who could have ever thought that even sanskrit Drames, Generally supposed to be very deficult dead language drammes could be made so very popular, and so very attractive to all scholas and lymen. sanskrit and sanskritists and non sanskrities Indians and foreigners alike with ...

Scanned with CamScanner

দেশদীপম্ নাট্যে ভারতীয় স্বতন্ত্র সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হিন্দু মুসলমান একত্রিতভাবে দেশমাতৃকাকে রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। রহিম নামক চরিত্রটি গ্রামবাসীদের বর্ণনা করে —

श्रेष्ठं व्रततं तत् खलु जीवनस्य स्वदेशमातुः नियतार्चनं यत्
स्वालीकरेखा फलमम्बुवायुर्यस्याः सदा रक्षति जीवनं नः।
धन्यं भवेदर्जनमर्पणेन दानेन धन्यं ग्रहणं हि लोके
यदर्जितं जीवनमत्र मातुर्जेयं तदस्य बहुमानो पूर्वम्॥

এই নাটকে মর্কট, কুক্কুট, বৃক ইত্যাদি চরিত্রের নাম রয়েছে। কয়েকটি চরিত্র বিদূষক ধরণের। চম্পকবদন ও অন্নবতিম্ — এই দুই গ্রাম্যযুবক দেশরক্ষায় শামিল হয়। চম্পকবদনের দেশদীপ জাগ্রত থাকে।

রমা চৌধুরীর পল্লীকমলম্ নটি দৃশ্যের নাটক। রূপকুমার ও কমলকলিকার প্রণয় নাটকের বিষয়বস্তু। আধুনিক চলচিত্রের মত প্লট পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বকথা বলেছেন রমা। বঙ্গদেশে গ্রামজীবন ও লোকোক্তি নাটকে পরিবেশিত হয়েছে।
(১) কুক্ষৌ ক্ষুধা মুখে লজ্জা,
(২) লক্ষ্মী ঠক্কুর আদ্রিয়মাণো মস্তক আঘাত। প্রভৃতি বাক্যগুলি আমাদের নিত্যদিনের মুখের ভাষা থেকে এসেছে।

কবিকুল কোকিলম্ দশদৃশ্যের নাটক। উজ্জয়িনীর কালিদাস সমারোহে ১৯৫৭ খ্রি: নাটকটি অভিনীত ও পুরস্কৃত হয়। মূর্খ কালিদাস থেকে মহাকবি কালিদাসে পরিণত হওয়া এবং বিক্রমাদিত্য কর্তৃক কবির সার্বভৌম উপাধি লাভ নাটকের বিষয়বস্তু। বিদ্যাপতি এই নাটকে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সে মূর্খ কালিদাসকে বিবাহ করে তার স্বরূপ জানতে পেরে অপমান করে। পরিশেষে কালিদাসের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন।

Scanned with CamScanner

শ্রীনিবাস রথ :-

শ্রীনিবাস রথ উড়িষ্যা প্রদেশে পুরীক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেন। পরম্পরাগতভাবে পিতার কাছে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। পরে ড. রথ কাশি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে ও তিনি অধ্যাপনা করেন।

শ্রীনিবাস কাব্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। নতুন ছন্দে গান ও কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন। যুগপোযোগী চিন্তার প্রতিফলন ও সেখানে পাওয়া যায়। পরমাণু অস্ত্রের বিপদ ও শান্তিকামনায় 'শান্তিবাচনম্' তার উল্লেখযোগ্য কবিতা।

"মা কুরু
ভীত বিকম্পিত মনসা
মলিনম্ বদনং
সজলম্ নয়নং :"।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় [বুড়ো দা]

আধুনিক সংস্কৃত নাট্য যার কথা বিনা অসম্পূর্ণ থেকে, তিনি হলেন বুড়ো দা। মননে ও বিষয় পরিবেশনে অর্থাৎ তিনি যথার্থ অর্থে আধুনিক শ্রেণীর ধারার সংস্কৃত নাটকের জনক তিনি তার নাটকগুলি 'বুড়োদা' ছদ্মনামে প্রকাশিত ছিল।

বর্তমানে বাংলা দেশে যশোহর জেলার নরাটি গ্রামে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়-এর জন্ম ১৯১৮ সালে। বাবা শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, পেশায় পুরোহিত মা প্রমোদা সুন্দরী দেবী।

রাজশাহী জেলার নওগাঁ কলেজ থেকে সিদ্ধেশ্বর IA পাশ করেন। রাজশাহী হোস্টেল কলেজের ছাত্র, অর্থ উপাধি পাশ করে কাব্যতীর্থ হয়েছে। B.A পরীক্ষায় কলাবিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Ishon scholar' হওয়ার সম্মান অর্জন করেছেন। ১৯৪২ এ প্রথম বিভাগে অত্যন্ত কৃতীত্বের সঙ্গে M.A পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি তার কর্মজীবন-এ ১৯৩১ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজ যেমন,– দেশবন্ধু গার্লস স্কুল বেথুন আর্ট কলেজ, সেন্ট পলস কলেজ প্রভৃতিতে আংশকালীন অধ্যাপক রূপে সংস্কৃতে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৮৩ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৮৪ তে Government sanskrit collage এ P.G Tranning and research wing a associet profeeer রূপে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৬ সালে অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আগরতলীয় 'নাটক-লক্ষণ-রত্ন-কোষ' গ্রন্থটির উপরে অসাধারণ

Scanned with CamScanner

তথ্য নিষ্ঠ ও মননধর্মী গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয় থেকে PHD উপাধি লাভ করেন।

সিদ্ধেশ্বর চারটি নাটক রচনা করেন —

i) ধরিত্রী পতি নির্বাচনম্
ii) অথ কিম্
iii) নানা বিভাড়নম্
iv) স্বর্গীয়আসনম্

i) <u>ধরিত্রী পতি নির্বাচনম্</u> :-

১৯৮৪ সালে সিদ্ধেশ্বর তাঁর নাটিকা রচনা করেন। ভগবানের কন্যা বিশ্বকর্মার ভগিনী ধরিত্রী, তার পতি নির্বাচনই নাটকের বিষয়। নাটকের উপাখ্যান একটি পান্থশালা। ধরিত্রী অর্থাৎ ভগবানের কন্যার জন্য দুবার স্বয়ম্বর সভার নির্বাচন করেন। কিন্তু দুবারই ভঙ্গ হয়। প্রার্থীদের মধ্যে গজোলিক, কুকুর্বান, বরণ্যলম্বক, লম্বোদক, বুরোন্দর, হয়গর প্রভৃতি চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। কুকুর্বান বলপূর্বক ধরিত্রীকে নিয়ে যেতে চান ফলে চরিত্রগুলি মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ধরিত্রী কাউকেই নির্বাচন করতে পারেন না।

ভগবান নিজের কান থেকে গোঁজা তুলো বার করে সকলকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করার আদেশ দেন।

নাটকটিতে যেমন প্রহসনের উপাদান আছে নান্দী, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য প্রভৃতিও রয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা ও নাটকের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে। শান্তিবাদী দেশগুলির প্রচেষ্টা যে শক্তিশালী দেশগুলির কাছে ব্যর্থ হয় তার উল্লেখ পাওয়া যায় সিদ্ধেশ্বরের ভাষায় —

" প্রত্যহমেব সংবাদপত্রিকায়াম্ দৃশ্যতে কতি রাষ্ট্র দুর্বলা রাষ্ট্র নামকা ধরণিমিমাং অনুস্মরন্তিতাং কাত্র:

রাধা বল্লভ ত্রিপাঠী :-

বর্তমান সময়ের অন্যতম কবি ও নাট্যকার হলেন রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের রাজগর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সাগর বিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান আচার্য রূপে ও ব্যাংককের শিল্পাকর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক রূপে বর্তমানে রাধাবল্লভ কর্মরত। বর্তমানে হিন্দি ও সংস্কৃত উভয় বিভাগে রাধাবল্লভ কর্মরত। রাধাবল্লভ প্রচুর লিখেছেন ইং লিখেছেন ও। সংস্কৃত ভাষায় 'সন্ধানম: লহরী দশকম্' প্রভৃতি তাঁর কাব্য সমবসরণম্, মেঘসন্দেশম্, মন্দোদরী, মুক্তি প্রভৃতি তার দৃশ্যকাব্য। গণেশপূজনম্ নামে অপর একটি দৃশ্যকাব্য-এ গণেশ পূজার মহত্ব ও সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন রাধাবল্লভ। রাধাবল্লভের সন্ধানম্ কাব্য-গ্রন্থটি ১৯৮৯ খ্রি: প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৪ খ্রি: সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। সন্ধানম্ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত —

i) অর্ন্তধ্বনিকম্ — এখানে ১১টি পদ্য রয়েছে
ii) বহির্ধ্বনিকম্ — এখানে ২৫টি পদ্য রয়েছে
iii) লহরিলালায়িতম্ — এখানে ৪টি সংকলন
iv) গীতবল্লরি — এখানে ৬টি সংকলন
v) নামবাক — এখানে ৭টি সংকলন

Scanned with CamScanner

জগন্নাথ পাঠক :-

ইনি বিহার প্রদেশে ১৯৩৪ খ্রি: সহসরাম গ্রামে জন্মলাভ করেন। কাশীতেই তার বিদ্যা সম্পন্ন হয়। পন্ডিত পাঠক নৈষ্ঠিক কবি ছিলেন। তার প্রসন্নগম্ভীর পদাবলী রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার অন্যতম কৃতীত্ব ওমর খৈয়ামের রুবাইতের প্রেরণায় 'কাপিশায়িনী' রচনা সাহিত্য একাদেমী থেকে পুরস্কৃত হয়। 'মৃদ্বীকা' কাব্য গ্রন্থটি 'বিড়লা ফাউন্ডেশন' এ বাচস্পতি পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়। 'পিপাসা' ও 'জগজ্জীবনম্' এই দুটি কাব্যগ্রন্থ ও সহৃদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জগজ্জীবনম্ কাব্য থেকে কৃষকের দুর্দশা সম্পর্কে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হল যা আধুনিকতার নিদর্শন —

" কৃষকানীত হলঃ পুরহলধরো স্থূলৌ: লিপ্তৌ দৃংশা:
ক্ষেত্রে ক্লান্তি প্রতিভাতে প্রতিদিন: যাং অর্থ কষ্টাকুল:॥
সা সৌভাগ্যতরা নবদয়োপতি সম্মুক্তন্যস্বরা

ব্যবস্থিতাঃ। অদ্ভুতমারণ মন্ত্রাবিষ্কুর্বে প্রতিস্পর্ধী- তেষাম্ অস্মাকং হৃদকম্পনং জনয়তিতরাম্ "॥

ii) <u>অথ কিম্</u> :-

এটি আধুনিক শৈলীর এক ব্যঙ্গ নাটিকা। ১৯৭২ খ্রিঃ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক এই নাটক অভিনীত হয়। ব্রেখটিয় পদ্ধতিতে এই অদ্ভুত নাটকটি রচিত হয়। নাটকে নান্দী বা স্তুতি করা হয়েছে সম্মুখে নামক নাট্য দেবতাকে। নাট্যে 'মা' এবং 'ঐ' মহিলা চরিত্র সূত্রধর এবং 'ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ' এগুলি পুরুষ চরিত্র। সমস্ত নাটকে তিনি আসবে বলে প্রতীক্ষা করা হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুতগতি এই নাটকে আধুনিকা নারীর, রাজনৈতিক নেতা সাধারণ মানুষ, পার্টি সদস্য, বেকার, যুবক, পৌর অধ্যাপক সকলেই রয়েছেন। সকলেই নবীনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। লেখকের বক্তব্যে মানুষের অধৈর্য্য রূপ দেখা যায়। মানুষ যে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর তা এই নাটকের মধ্যে বারে বারে দেখা গেছে।

iii) <u>ননা বিতরণম্</u> :-

নাট্যকার এই নাটকে দেখিয়েছেন কীভাবে সংস্কৃতজ্ঞ মানুষেরা সংস্কৃতির বিতরণকে নিশ্চিত করেছেন। বন্ধুবন্ধু এবং পণ্ডিত ননাদেবী অর্থাৎ সংস্কৃতকে মৃত ঘোষণা করে তার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। ননা অসুস্থ হলে তার কন্যা পুরবী ও ঐতেরা এবং বিদেশীনি কন্যা সেখানে উপস্থিত হন। তিনজন বৈদ্যকে ডেকে আনেন। তারা ননাকে সুস্থ করতে পারেন না। পরিশেষে ননা যখন উঠে বসেন তাকে প্রেতবিশ্ব মনে করে বৈদ্যরা পালিয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃত যে মৃতভাষা নয় তা প্রদর্শন করার জন্যই নাট্যকারের এই প্রচেষ্টা।

রেবা প্রসাদ দ্বিবেদী :-

পণ্ডিত রেবা প্রসাদ দ্বিবেদী মধ্যপ্রদেশের নাদনে ১৯৩৫ খ্রি: জন্মগ্রহণ করেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে তার 'সীতাচরিতম্' বা 'স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্' মহাকাব্যদুটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বাণীবিলাসীতম্ নামক অপর দুটি কাব্যরচনা করেন। সীতাচরিতম্ বা উত্তর সীতাচরিত দশটি সর্গে রচিত। এই কাব্যে ৬৯৪ টি শ্লোক রয়েছে। রাবণ বধের পর অযোধ্যার আগমন থেকে শুরু করে সীতা সমাধি পর্যন্ত কবি বর্ণনা করেছেন। সীতার যোগ্য শুদ্ধ চরিত্র, সতীত্ব প্রভৃতি কবি প্রতিষ্ঠা করেছেন ও তাকে 'ভুবনেশ্বরী', 'সীতাম্বরা' ও 'ত্রিপুরা' রূপে অভিহিত করেছেন। আধুনিক যুগের সমস্যাগুলি ও তিনি একাব্যে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ব, জনসেবা, সাহিত্যশাসন, জন: সমস্যা, কৃষি, শিক্ষানীতি, ও নারী জাগরণ সম্বন্ধে দ্বিবেদী মহাশয় যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

'স্বাতন্ত্র্যসম্ভবম্' মহাকাব্যটি রেবা প্রসাদের স্বদেশ চিন্তার ফসল। রাষ্ট্রীয়ভাবনা ও দেশপ্রেমের নিরিখে আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৮ খ্রি: পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতানায়কদের জীবনচরিত এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে। মূলত নেহেরু ও ইন্দিরাগান্ধির জীবনের ঘটনাবলী নানা ঘাত প্রতিঘাত সহ দ্বিবেদী মহাশয় ছন্দবদ্ধ কথা রূপে নির্মাণ করেছেন। সবানেআ

Scanned with CamScanner

iv) স্বর্গীয় প্রহসন :-

রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গীয়' প্রহসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সিদ্ধেশ্বর 'স্বর্গীয় প্রহসন' রচনা করেন। সূত্রধরের উক্তিতে রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়টি পাওয়া যায়।

"স্বর্গে লোকে বসতি অধুনা রাজনীতিরতা।
দেবতা: সতত কলহে কুপ্র রাজ্যারকামা:॥"

নাটকটির মধ্য দিয়ে মন্ত্রী সাংসদ ও রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি। লোভ, চক্রান্ত, সব তুলে ধরেছেন। দেখাতে চেয়েছেন এই ধরণের দুর্নীতি উপর তলার মানুষের মধ্যে যুগ যুগ ধরে রয়েছে। তিন কালের সব যুগের, সব দেশের, সব ধর্মের মানুষেরই একই চরিত্র। তাই প্রতিটি চরিত্রের নামকরণের ও স্বজনদের সুনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। বৃহস্পতি, ইন্দ্র অর্থাৎ স্বর্গের দেবতা অশোক অর্থাৎ প্রাচীন যুগে সম্রাট আর আকবর মধ্যযুগ বা মোগল যুগের সম্রাট কীভাবে সকলে চক্রান্ত করছে। ক্ষমতার লোভে, দুর্নীতির একটি নগ্ন বাস্তব চিত্র। তাই বৃহস্পতির মুখ দিয়ে বলালেন —

"স্বার্থরক্ষায়ে স্বার্থসিদ্ধয়ে বা সর্বে:। সর্বে: স্বার্থয়ো চ দেশ: দেশায় তাবৎ কিং তন্নাশ: জানে।"

নাটকের রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলি যেমন রয়েছে তেমনি তার সমাধানে ইঙ্গিত ও আছে। সাধারণ মানুষের মর্যাদা ও সাম্যবাদের বিজয় সিদ্ধেশ্বরের কাম্য ছিল।

Scanned with CamScanner

Unit - 1

Pandita Kshama Rao

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের পুনা অঞ্চলে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন শঙ্কর পান্ডুরঙ্গ পন্ডিত। ম্যাট্রিক পর্যন্ত প্রথাগত শিক্ষালাভ করলে ও গুরু বিদ্যারত্ন বিদ্যালঙ্কার পন্ডিত নারায়ণের কাছে সংস্কৃত ভাষার পান্ডিত্য অর্জন করেন। স্বীয় সাহিত্য রচনার মাধ্যমে গান্ধিজীর স্বতন্ত্র সংগ্রামে সহায়তা করেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'পন্ডিত' উপাধি ও 'সাহিত্যচন্দ্রিকা' উপাধি পান ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে। তার সংস্কৃত সাহিত্যকৃতীর উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'সত্যাগ্রহ গীতা' যেখানে অনুষ্টুপ ছন্দে ৬৪৯ টি শ্লোকে গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং গান্ধিজীর চরিত্র ব্যাখ্যা দৃষ্টান্ত যথা—

"জীত রাগো জিতক্রোধঃ সত্যা হিংসা ব্রতৌমুনিঃ।
স্থিত ধী নিত্য সন্তুষ্টো মহাত্মা মোহভিধিয়তে।।"

ক্ষমারাও ৪৫ অধ্যায়ে গান্ধিজীর সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী বর্ণনা করেন 'স্বরাজ: বিজয় কাব্যে'। এছাড়া 'মীরা', 'লহরী' নামে খন্ডকাব্য ও 'তুকারামচরিত' নামে এক মহাকাব্যে, 'শ্রীরামদাসচরিতম্', 'শ্রীজ্ঞানেশ্বরচরিতম্' নামক দুটি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য মহারাষ্ট্রে প্রসিদ্ধ অর্জন করে। 'গ্রামজ্যোতি' নামক কথাকাব্যে তিনটি আধুনিক আখ্যান পাওয়া যায় যেখানে কৃষক মহিলার আত্মত্যাগের কাহিনী এবং আর একটি কথায় অপর এক মহিলার রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বাল: বিবাহকে অবলম্বন করে 'বালবৌদ্ধায় সংকটম্' নামে একটি লঘুকাব্য ও তিনি রচনা করেন। 'কথামুক্তাবলী' গ্রন্থে ১৫ টি আখ্যান পাওয়া যায়। নিজের পিতার চরিত্র অবলম্বনে তিনি একটি কাব্য ও রচনা করেছিলেন। 'শঙ্করজীবনীখ্যানম্'। এছাড়া ১১ টি নাটক, ৩৫ টি রচনা করেন।
— ও অনেক নিবন্ধ তিনি

Scanned with CamScanner